“তারেক রহমানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে ফিরিয়ে আানার দাবি”

তারেক রহমানের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বিচারপতির আসনে বসানো, খুনি হাসিনার বিচার দাবি ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাংনীতে বিরাট গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আজ বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকালে গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের পিরতলা সরকারি বিদ্যালয় মাঠে এই গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

গণ সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক নুরুজ্জামান হকা, প্রধান অতিথির সহধর্মিনী তাজমিরা খাতুন, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আমিরুল বারী মোতালেব।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাজীপুর মাথাভাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় বিএনপি নেতা কামাল হোসেন (বিএসসি), যুবদলের সাবেক সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদ, যুবদল

নেতা শাহিবুল ইসলাম, ঢাকা বাংলা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ, মহিলা দল নেত্রী ও সাবেক মেম্বর সাবিনা ইয়াসমিন, ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম, রেজানুল হক ইমন, রিমন হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা ওয়াসিম আকরাম, বিএনপি নেতা জামশেদ আলী, জহুরুল ইসলাম, মজনুর রহমান, আক্তারুজ্জামান মাস্টার, ইলিয়াস হোসেন মাস্টার, বকুল হোসেন, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর শাহিন আলী, বিএনপি নেত্রী শুকিলা খাতুন, বকুল আহমেদ, ছাত্রনেতা রেজানুল হক রিমন, শামীম আহমেদ, অ্যাডভোকেট পাভেল, আনারুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, এদেশ থেকে স্বৈরাচার হাসিনা ও আওয়ামীলীগের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অন্তবর্তিকালীন সরকারের কাছে এই আহবান জানান তিনি। স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার বিএনপির হাজার হাজার নেতাকমীর্র নামে মিথ্যা হয়রানিমূলক মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতাকর্মীর উপর জুলুম, অন্যায় অত্যাচার করেছে। অন্তবতীর্কালীন সরকারের প্রতি অনুরোধ তাদের কমপক্ষে ১০ বছর যাবত এদেশে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ভারত খুনি হাসিনাকে নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। এদেশের মানুষ খুনি হাসিনার সেই ষড়যন্ত্র নস্যাত করবে।

তিনি বলেন, ডক্টর ইউনুসের নামে ষড়যন্ত্রমুলক সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেছে। অথচ, এখনো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক সব মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। আমরা দাবি জানাচ্ছি অতিবিলম্বে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হোক। এছাড়া তারেক রহমানের নামের মিথ্যা মামলার রায়ে সাজা দিতে না চাওয়া সেই সৎ ও যোগ্য বিচারপতি মোতাহার হোসেনকে দেশে ফিরিয়ে এনে তাকে যথাযথ সম্মান দিয়ে তার পদ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল। গাংনীর কোথাও কোন চাঁদাবাজি ও নাশকতা হবে না। গণ-সমাবেশের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে সমবেত কন্ঠে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্বৈরাচারী সরকারের হাতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত শহীদদের বিদেহী আত্মার ও কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক মিনিট নিরবতা পালন

করা হয়। গণ-সমাবেশে এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় বিএনপি নেতার চাঁদাবাজি থেকেও রক্ষা পাচ্ছে না নিজ দলের কর্মীরা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে ওই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি কর্মীরা। তার সামাজিক দলে না আসায় দেওয়া হচ্ছে হুমকি করা হচ্ছে জমি দখল ও মারধর, নেওয়া হচ্ছে চাঁদা। গত দুই সপ্তাহ ধরে ওই ইউনিয়নের হরিহরা, নাগপাড়াসহ কয়েকটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এলাকায় নিরব চাঁদাবাজি শুরু করেছে। এলাকায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য বিভিন্ন গ্রামের বিএনপির নেতাকর্মীদের দলে ভেড়াতে জোর করছে। কেউ তার কথায় রাজি না হলে নানা ভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।

ভুক্তভোগী নাগপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। এর আগে নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামানের এজেন্ট হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছি। মাসের পর মাস বাড়ি ছাড়া ছিলাম। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ভেবেছিলাম এখন মনে হয় সুদিন ফিরবে। কিন্তু এখন যেন তার থেকে অত্যাচার বেশি হচ্ছে। হাকিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন এখন আমাদের উপর অত্যাচার করছে। জাকির হোসেন ও তার সহযোগী সিদ্দিক মেম্বর আমার বাড়ি ঘিরে দিয়েছে। আমার মাঠের ফসলাদি লাগাতে দেয়নি। আমরা দুইটা ভাই মাঠে ধান লাগাতে পারিনি। এখন আমার বসবাস করা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হরিহরা গ্রামের ভুক্তভোগী রাজু আহম্মেদ বলেন, সরকার পরিবর্তনের পর জাকির আমাকে বলল তার দলে যেতে হবে। আমি জাকিরকে বললাম আমি ওসব ঝামেলার মধ্যে থাকতে চাইনা। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে বলে আমার দলে যেতেই হবে। আমি না যাওয়ায় পরের দিন তার ভাতিজা চয়ন, জহুরুলসহ তিনচার জন আমাকে মারধর করেছে। আমি ৪/৫ দিন হাসপাতালে থাকার পর বাড়ি আছি কিন্তু পলাতক ভাবে। গ্রামে খুব একটা বের হতে পারছি না। খুব চাপে আছি।

একই গ্রামের নওয়াব আলী বিশ্বাস বলেন, কয়েকদিন আগে হরিহরা গ্রামের জনাব আলী আমাকে বলেন, আমি নাকি তার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। এর কয়েকদিন পর জাকির আমাকে ডেকে শালিস করে ২২ হাজার টাকা দিতে জোর করে। আমি উপায় না পেয়ে তার ২২ হাজার টাকা দিয়ে আসি। তবে আমি কিন্তু কোনদিন জনাব আলীর কাছ থেকে টাকা নিই নি। আমাকের চাঁদাস্বরূপ টাকা দিতে হলো।

আব্দুল্লাহ নামের এক কৃষক জানায়, আমার কাছ থেকেও জোর করে ২৮ হাজার টাকা নিয়েছে। আমি নাকি একজনের কাছে টাকা দেনাধারী সেই কথা বলে শালিসে ডেকে নিচ্ছে। যখন প্রমাণ চাচ্ছি তখন বলছে ওসব কিছু না চাঁদা দিতে হবে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই গ্রামের এক বিএনপি নেতা বলেন, জাকির হোসেন এলাকায় চাঁদাবাজি করছে। একেক পাড়ায় একেকজন লোককে পাঠিয়ে তাদের কাছে টাকা পাবে বলে হুমকি দিচ্ছে। পরে জাকির তাদের ডেকে জোর করেই সেই টাকা আদায় করছে।

অভিযুক্ত জাকির হোসেন বলেন, চাঁদাবাজির কোন ঘটনা ঘটেনি। যারা টাকা দিয়েছে তারা ৭/৮ বছর আগে ওই টাকা নিয়েছিলো। সেই টাকায় শালিস করে ফেরত নেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির গঠন করা ‘চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দখলদারি, গাছকাটা জমিদখলসহ যেকোন অন্যায় বিরোধী’ কমিটির সদস্য রাকিবুল হাসান খান দিপু বলেন, জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে আমরাও এমন অভিযোগ পেয়েছি। ২/১ দিনের মধ্যেই বিষয়টি তদন্ত করে প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদার চন্দ্রবাসে বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে যুবদল নেতা আমানুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়ার্ড বিএনপি, কৃষকদল, সেচ্ছাসেবকদল, যুবদল, ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটুদা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক ওসমান গণি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নতিপোতা ইউনিয়নের সাবেক সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মোল্লা, ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাবেদ আলী মেম্বর, নাটুদা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি জামিউল হাসান।

এসময় বক্তারা বলেন আমাদের এ বিজয় সাময়িক বিজয়। এ বিজয় ধরে রাখতে হলে আগামীতে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের বিএনপির অভিভাবক মাহমুদ হাসান খাঁন বাবুকে এমপি করে সংসদে পাঠাতে হবে। জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সরকারে আসলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। দলকে সুসংগঠিত করতে দিনরাত কাজ করতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করতে হবে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা মাসুদ, শহীদ, মিন্টু, ছাত্রদল নেতা এখলাস, ওয়ালিদ, জিহাদ, ইয়াসিন, রাকিব, মহিবুল, সেলিম, তানভীর প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাটুদা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি জামিউল হাসান।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটি গঠন

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইবনে সাউদ বিন মমতাজ (হালিম) ও সদস্য সচিব মো জাহিদুল ইসলাম। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান ও সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন সরদার স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানান দপ্তর সম্পাদক মোঃ সোহাগ ভুইয়া।

কমিটির অন্যান্য যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, শামীম রেজা (আহাদ), সোহেল আরমান, আলমগীর হোসেন, মোঃ ইউসুফ আলী আলিম, জাহিদুল ইসলাম সজল, সাইদুর রহমান, সাফিয়ার রহমান, মো: আনোয়ার হোসেন, জুইচ উজ্জ্বমান, মো: সাদিকুল ইসলাম, সদস্য মোঃ রুবেল মিয়া, শেখ আরাফাত হোসেন, মো: তোফাজ্জল হোসেন, মো: ফরহাদ হোসেন, মো: সাইফুল ইসলাম, এ এইচ এম কারুজ্জামান, মো: শাওন হোসেন ও মো: আরিফুর রহমান। চিঠিতে আরো বলা হয় আগামী ৯০ দিন অথ্যাৎ ৩ মাসের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করার।

নেতারা বলেন, আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে মাঠে কাজ করেছে ও ভবিষ্যতে কাজ করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলে একমাত্র তাদেরই স্থান হবে ।

ঝিনাইদহে মামলায় হেরে অন্যের জমি জোরপূর্বক দখল করলেন

বিএনপি নেত্রী আঞ্জু

বিক্রি করা জমি নিয়ে ৩৭ বছর ধরে মামলা চালিয়েছেন। স্বত্ব না থাকায় নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত হেরেও গেছেন। তারপরও পিছু ছাড়ছেন না বিএনপি নেত্রী ও ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জু। আদালতের রায় উপেক্ষা করে পরের জমিতে তুলছেন স্থাপনা। এক্ষেত্রে তিনি পুলিশ ও আদালতের কোন বিধি নিষেধ মানছেন না। জমি দখলের এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ শহরের ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজায় এইচ, এস, এস সড়কের দক্ষিন পাশে ৯৮/১ খতিয়ানের সাবেক ১০৪ এবং হাল ১৭৬০ ও ১৭৬১ নং দাগে। ঝিনাইদহ সদর থানায় লিখিত

অভিযোগপত্র থেকে জানা গেছে, ঝিনাইদহ শহরের গীতাঞ্জলী সড়কে সাবেক পৌর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন মশার স্ত্রী তৌহিদা খাতুন ও তার দেবরের স্ত্রী ফরিদা খাতুন ১৫৭ নং কাঞ্চননগর মৌজার অধীনে ১০৪ নং দাগে ১২ শতক জমি জনৈক ইউসুফের কাছ থেকে ক্রয় করেন। ১৯৭৮ সালে ইউসুফ ওই জমি কেনার জন্য মালিক দলিল উদ্দিনের সাথে বায়না করেন। দলিল উদ্দিন জমি রেজিষ্ট্রি করে না দেওয়ায় ১৯৮১ সালে ইউসুফ আদালতের মাধ্যমে উক্ত জমির সত্ত্ববান হন। এর আগে দলিলউদ্দিন একই দাগের ৬ শতক জমি ১৯৭৪ সালে জামিলা আহম্মেদ কাছে বিক্রি করে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জুর পিতা দলিলউদ্দিন গং পরবর্তীতে জমির মালিকানা নিয়ে মামলা করেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর আদালতে মামলা চলতে থাকে। সর্বশেষ ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্ট বিবাদীর পক্ষে চুড়ান্ত রায় প্রদান করে। রায় হওয়ার পর ঝিনাইদহ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক বিবাদী তৌহিদা খাতুন ও ফরিদা খাতুনের পক্ষে উচ্ছেদের রায় দেন। ২০২৩ সালের ১৭ জুলাই আদালতের নির্দেশ পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ এসে দখলকৃত স্থাপনা উচ্ছেদ করে জমির প্রকৃত মালিককে দখল সত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। এদিকে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আদালতের রায় উপেক্ষা করে ওই জমিতে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণ শুরু করেন ওই বিএনপি নেত্রী।

তৌহিদা খাতুন সোমবার ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে লিখিত এক অভিযোগে জানান, বিএনপি করার কারণে সাবেক কমিশনার আঞ্জু শক্তি প্রয়োগ করে জমি দখল করে ঘর নির্মান অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা করছেন না। আমি এবং আমার পরিবার আনজুর পেশি শক্তির কাছে অসহায়।

জমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আনজু বলেন, এটা তার পৈতৃক সম্পত্তি। আদালতকে প্রভাবিত করে বিবাদীগন তঞ্চকতার মাধ্যমে তাদের পক্ষে রায় নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা ন্যায় বিচার পায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মোঃ শাহিন উদ্দীন জানান, জমি দখলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ বিবাদীর পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় রয়েছে এবং আদালতের নির্দেশে মামলার বাদীকে উচ্ছেদ করে বিবাদীকে জায়গা বুঝে দিয়েছে। ফলে পুলিশ উভয়পক্ষকে আদালতের রায় মেনে চলতে বলে এসেছেন। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্মানকাজ বন্ধ করে দিয়ে এলেও পরক্ষনে তা আবার শুরু করেছেন বলে তৌহিদা খাতুনের ছেলে এ্যাড মাজহার সবুজ অভিযোগ করেন।

গাংনীতে ৬ টি পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, সনাতনী ধর্মালম্বীদের শারদীয় দূর্গোৎসব নির্বিঘ্নে, নিরাপত্তা, শান্তি শৃংখলা ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে পালন করতে বিএনপির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশ নায়ক তারেক রহমান।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মন্ডপ পরিদর্শন কালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলার রায়পুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, চাঁদপুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, আমতৈল কাল মন্দির পূজা মন্ডপ, ভোলাডাঙ্গা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, মানিকদিয়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, শিমুলতলা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, ষোলটাকা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুজা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।
এসময় রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আল হেলাল, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরমান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল মেয়র নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির সহসভাপতি ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আমজাদ হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খোকন, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরমান আলী, আমতৈল গ্রাম বিএনপির সভাপতি কুরবান আলী, গাংনী পৌর বিএনপি নেতা আনিছুর রহমান লেবু, সহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পুজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন রাইপুর কালি মন্দির সভাপতি শ্রী শ্যামল দাশ, সাধারণ সম্পাদক রবিন দাশ, চাঁদপুর কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি সুশান্ত দাশ, আমতৈল কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি শ্রী শিপন কুমার দাশ, সস্পাদক বিনোদ কুমার দাশ, ভোলাডাঙ্গা দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপের সভাপতি নৃত্য কুমার দাশ, সম্পাদক প্রভাস দাশ, শিমুল তলা দাশপাড়া কালি মন্দির পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতি সাধন কুমার দাশ, পুজা কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার দাশ, সম্পাদক সন্দিপ কুমার দাশ, ষোলটাকার পুজা মন্ডপ কমিটির সভাপতির হাতে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, সনতানী ধর্মের মানুষ সবাই সমান। এখানে উচু নিচু জাত বলে কিছু নেই। দাশ সম্প্রদায়ের মানুষকে ছোটো ভাবার অবকাশ নেই। তিনি বলেন, দেশ নায়ক তারেখ রহমান বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে খোঁজ খবর

নেওয়ার নির্দেশ ও সব ধরনের সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, কোনো দু:স্কৃতিকারি হুমকি ধামকি দিলে বিএনপির নেতাকর্মীদের জানানোর আহবান জানান তিনি।

এছাড়া পিজা বিসর্জন পর্যন্ত হিন্দু সস্প্রদায়ের মানুষকে জাগ্রত থাকারও আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন।

শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের যায়গা থেকে হাজারো দু:খ কষ্টের মধ্যে থেকেও তারা শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করে থাকেন সনাতনীরা।

তারেক রহমানের নির্দেশ দিয়েছেন কোথাও যেনো কোনো দু:স্কৃতিকারি দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশের পূজামন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা উৎসব-২০২৪ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দির পরিদর্শন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

পূজামন্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকলকে পূজা উদযাপনের আহবান জানান।

এসময় জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে বল্লভপুর মুসলিমপাড়া বিএনপির আয়োজনে, যুবক্লাব প্রঙ্গনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি গোলাম জিলানী খান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা বাবলা মল্লিক, উপজেলা কৃষকদলের নেতা রমজান আলী, বিএনপি নেতা রহিত মোড়ল, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুস সবুর, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি, শফিকুল ইসলাম, তরুন উদিয়মান যুবনেতা আরবাজ খাঁন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুর রশিদ বলেন, আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। জুলাই আগস্ট এ ছাত্র-জনতার মহা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে নির্যাতিত জাতি অজস্র বিএনপি ছাত্রদল যুবদল নেতা কর্মীদের রক্তঝরানো সংগ্রাম এবং পরিশেষে জুলাই আগস্ট এর ছাত্র জনতার মহা সংগ্রাম এবং বুকের তাজা রক্ত

ফেলে দিয়ে এই দেশকে ফাঁসিবাদ মুক্ত করেছে। ওই হায়েনা শেখ হাসিনার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ মানুষ এখন মুক্ত বাসার বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আজ এই মুসলিম পাড়া বিএনপির আয়োজিত এই সভায় আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করি সেই মহান আল্লাহর কাছে বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন।

১৬ বছর ধরে নির্যাতিত সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

এ সময় তিনি জুলাই আগস্টে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করেন।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু ‘র পক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ পূজা মন্ডপ পরিদর্শন শেষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: আব্দুল ওয়াহেদ, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু

মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আঃ রহিম, সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত আনছার আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, উপজেলা যুবদলনেতা মোমিনুল হক, আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ বিএনপি, যুবদল সহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

“হিন্দু মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, দু’শো বছরের ইতিহাস স্বাক্ষী দেয় বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম এক সাথে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শনকালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বিভিন্ন পূজা মন্ডপে পৌঁছালে মন্ডপের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান।

এসময় উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল আলম

কালাম, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার প্যানেল চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন, রাইপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ভিজা, গাংনী পৌর বিএনপির অর্থ সম্পাদ গোলাম হোসেন, গাংনী পৌর বিএনপির ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি গোলাম কাওছার, ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ মাষ্টার, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির নেতা আহসান হাবিব, যুবদল নেতা আমজাদ হোসেন, কৃষকদল নেতা ফজলুর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় পুজামন্ড, দাশপাড়া পুজামন্ডপ, চৌগাছা দাশপাড়া পুজামন্ডপ, গাঁড়াডোব পুজামন্ডপ, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ দাশপাড়া পুজামন্ডপ ও হিজলবাড়িয়া দাশপাড়া পুজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এ সময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গাংনী কেন্দ্রীয় পুজা কমিটির সভাপতি সুশান্ত কুমার পাত্র, সাধারণ সম্পাদক সুকেস চন্দ্র বিশ্বাস, গাংনী দাশপাড়া পূজা কমিটির সভাপতি ধীরেন দাশ, চৌগাছা পূজা কমিটির সভাপতি তারাপদ দাশের হাতে তার ব্যক্তিগত আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

সনাতন সম্প্রদায়ের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের পক্ষে শারদীয় শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং নির্বিঘ্নে শারদীয় উৎসব পালনের আহ্বান জানান।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, এদেশে হিন্দু মুসলমান এক সাথে সাম্প্রদায়ীক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। পুজা উৎযাপন উপলক্ষে হিন্দু মুসলিমদের বন্ধন সব সময় অটুট থাকে। শারদীয় দুর্গোৎসব পালনে কেউ কোনো বাঁধা দিলে বিএনপির সকল নেতাকর্মীরা সেটা প্রতিহত করা হবে। পুজা বিসর্জন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা ১৭টি মণ্ডপে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব চলছে। শারদীয় দুর্গোৎসব নির্বিঘ্নে পালনে পুলিশ ও আনসার-ভিডিপি সদস্যের পাশাপাশি

সেনাবাহিনী ও বিজিবির টহল রয়েছে। এছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে সোনাতলার ১৭টি মন্ডপে যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলের হেল্পডেক্সসহ রয়েছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।